সংবাদ

তারিখ 20 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

বনগাঁও সর. প্রা. বিদ্যালয়

উপবৃত্তির নামে বাণিজ্য করছেন প্রধান শিক্ষক

শিক্ষাকর্তাকে লিখিত অভিযোগ

প্রতিনিধি ভালুকা ময়মনসিংহ

ভালুকা উপজেলার উথুরা ইউনিয়নের বনগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নাসরিন শাহরিন রুম্পার বিরুদ্ধে উপবৃত্তিধারী ছাত্র অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা আদায়সহ ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে অভিভাবকদের পক্ষ হতে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবরে লিখিত অভিযোগও দেয়া হয়েছে। রোববার দুপুরে সরজমিন ওই বিদ্যালয়ে গেলে বৃত্তিধারী উপস্থিত ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা জানায়, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর অভিভাকদের নিকট থেকে ২০০ টাকা করে অগ্রীম নিয়েছেন ছবি তোলা ও আনুষাঙ্গিক খরচের কথা বলে। বিষয়টি অভিভাবক মহলে ক্ষোভের সঞ্চার করে।

এ ব্যাপারে তারাবানু, মোর্শেদা, শেফালী বর্মণী, বাসন্তী বর্মণী, কমলা, আনোয়ারা, মিনারাসহ প্রায় শতাধিক উপস্থিত অভিভাবক একযোগে অভিযোগ করেন প্রধান শিক্ষিকা অনুমান এক মাস পূর্বে তাদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক ছবি তোলা বাবদ ১০০ ও আনুষাঙ্গিক খরচ বাবদ ১০০ মোট ২০০ করে টাকা নিয়েছেন। অন্যথায় তাদের উপবৃত্তির টাকা দেয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন।

এসব অভিভাবকরা অনেকেই দিনমজুর খেটে খাওয়া মানুষ, কথায় বলে যাদের নুন আনতে পানতা ফুরায়। তারা জানেন না, এ টাকা দেয়ার কোন সরকারি নিয়ম নীতি রয়েছে কিনা। স্কুল মাঠে জরো হওয়া অভিভাবক ও ছাত্র ছাত্রীরা জানান প্রধান শিক্ষিকা বেশির ভাগ সময় অনুপস্থিত থাকেন, স্কুলে অনুপস্থিতির কারণে লেখাপড়ার মান খুবই খারপের দিকে যাচ্ছে তারা এর প্রতিকার দাবি করেছেন। কোমল মতি ছাত্র ছাত্রীরা জানায় দু' একটির বেশি ক্লাশ হয় না, শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে মোবাইলে ফোনালাপ করে সময় কাটান, বছরের ছয় মাস অতিবাহিত হলেও পাঠ দান হয়েছে অতি সামান্য। স্কুলের অফিস কক্ষে গিয়ে দেখা যায় অভিযোগ তদন্ত করতে আসা এটিও আবু রায়হান প্রধান শিক্ষিকা ও স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সহ অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করছেন।

অভিভাবকদের অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষিকা অনেকটা দম্ভের সঙ্গে বলেন, অভিযোগ মিথ্যে তবে ছবি তোলার জন্য ১০০ টাকা নিয়েছেন স্বীকার করে বলেন বিষয়টি মিমাংসার উদ্যোগে আলোচনা চলছে। অভিযোগ তদন্তে এসে কি পেয়েছেন জানতে চাইলে এ টিও আবু রায়হান জানান বিষয়টির আংশিক সত্যতা পাওয়া গিয়েছে তবে সুরাহার চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির পক্ষ হতে বলা হয় অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা নেয়ার কাজটি উপজেলা শিক্ষা অফিসকে জানিয়েই করা হয়েছে, শিক্ষা অফিস অনুমতি দিয়েছেন কিনা এ প্রশ্নের জবাবে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি লিটন শিকদারের কাছ থেকে কোন জবাব মেলেনি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকেই বলেছেন, ম্যানেজিং কমিটির যোগ সাজসেই প্রধান শিক্ষিকা নিয়ম বর্হিভূত ভাবে সরকারের দেয়া ছাত্র ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তির টাকায় কৌশলে অনেকটা প্রতারনার মাধ্যমে আগেই ভাগ নিয়েছেন। অপরদিকে ভূত তাড়ানো সরিষার ভূতের মত অভিযোগ তদন্ত করতে আসা কর্মকর্তা ঘটনার সত্যতা পাওয়া সত্ত্বেও অপরাধীকে আড়াল করতে মিমাংসার নামে বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এসব অনিয়মের পুনরাবৃত্তি ঘটানোকেই উৎসাহিত করবেন বলে সচেতন মহলের ধারনা। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহিদুজ্জামানের নিকট জানতে চাইলে তিনি জানান, প্রধান শিক্ষক কিংবা ম্যানেজিং কমিটি অভিভাবকদের নিকট থেকে টাকা নেয়ার বিষয়ে কিছু জানাননি যদি টাকা নিয়ে থাকেন তাহলে নিয়ম বহির্ভূত কাজ করেছেন, তদন্তে অভিযোগ প্রমানিত হলে ব্যাবস্থা নেয়া হবে।